W.B. Form No. 27

FIRST INFORMATION REPORT

02193

First information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P.C., at P.S.

1. Dist. Bankura Sub-Divn. Khatra P.S. Khatra Year 2019 FIR No. 43/19 Date 25.7.19
2. (i) Act I.P.C Sections 498A/306/34 (ii) Act .... Sections ....
   (iii) Act .... Sections ...., Other Acts & Sections ....
3. (a) General Diary Reference : Entry No. 1044 Time 11.25 hours.
   (b) Occurrence of Offence : Day and Since after marriage from 30.6.07 Friday Date 19.7.2019 Time 19.30 hours.
   (c) Information Received Date 25.7.19 Time 11.25 hours
   G.D. No. 1044 at the Police Station :
4. Type of information : Written / Oral Written
5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distances from P.S. South 08 k.m J.L NO 213 Anchal NO-11
   (a) Address Vill - Kachanda PS - Khatra Dist. Bankura.
   (b) In case outside limit of this Police Station, then the name of P.S. X
   District X
6. Complaint / Information :
   (a) Name Chiranjit Mahato
   (b) Father's / Husband's Name S/O Jamini Mahato
   (c) Date / Year of Birth not noted
   (d) Nationality Indian
   (e) Address Village - Pithabad PO + PS - Khatra Dist - Bankura.
7. Details of Known / Suspected / Unknown / Accused with full particulars (1) Hiralal Mahato S/O Late Robilochan Mahato (2) Shrimatya Balika Mahato W/O Robilochan Mahato (3) Rajib Mahato S/O Late Robilochan Mahato All three of Vill - Kechanda PS - Khatra Dist - Bankura (4) Smt Kalyani W/O Paresh Mahato (5) Paresh Mahato
   (Attach separate sheet, if necessary) S/O not noted Both of Pukda PS - Raghunath Dist - Bankura (6) Mukta Mahato W/O Ajit Mahato (7) Ajit Mahato S/O not noted of Vill - Khalpara PS -
8. Reasons for delay in reporting by complaint / informant Raipur Dist - Bankura and Sikha Mahato W/O Rajib Mahato.
   Due to mental agony.
9. Particulars of properties stolen / involved : (attach seperate sheet, if required) : X

[redacted]

To,

The I.C. Khatra Police Station

Khatra, Bankura

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি শ্রী চিরঞ্জিব মাহাত, পিতা শ্রী যামিনী মাহাত, সাং- পিঠাবাইদ পোঃ ও থানা- খাতড়া জেলা- বাঁকুড়া স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। আমার ছোট দিদি মধুমিতা মাহাত এর সহিত বাংলা ১৫ আষাঢ় ১৪১৪ সন ইং ৩০/০৬/২০০৭ তারিখ আপনার থানার অন্তর্গত কেচন্দা গ্রাম নিবাসী রবিলোচন মাহাতোর জৈষ্ঠ পুত্র শ্রী হীরালাল মাহাতোর সহিত দেখাশুনা করিয়া হিন্দু শাস্ত্রানুমতে রানীবাঁধ থানার অন্তর্গত অম্বিকানগর গ্রামের মা অম্বিকা মন্দিরে বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের সময় পাত্র পক্ষের দাবি মতো নগদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা, এবং বিভিন্ন দান সামগ্রী যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়। বিবাহের পর আমার দিদি তাহার শ্বশুরালয় কেচন্দা গ্রামে যায় এবং সেখানে স্বামী-স্ত্রী রুপে বসবাস ও সহবাস করিতে থাকে। বিবাহের কিছুদিন পর হইতে দিদির শ্বশুর বাড়ির লোকজন উক্ত প্রদেয় যৌতুক এ সন্তুষ্ট না থাকায় তাহার উপর ১) শ্রী হিরালাল মাহাত পিতাঁ রবিলোচন মাহাত (স্বামী) ২) শ্রীমত্যা বালিকা মাহাত স্বামী রবিলোচন মাহাত (শ্বাশুড়ি) ৩) শ্রী রাজীব মাহাত পিতাঁ রবি লোচন মাহাত (দেওর) ১নাগাদ ৩ নম্বর সর্ব্বসাং কেচন্দা থানা খাতড়া, জেলা বাঁকুড়া ৪) শ্রীমতি কল্যানী মাহাত স্বামী শ্রী পরেশ মাহাত (ছোট ননদ) ৫) শ্রী পরেশ মাহাত পিতা অজ্ঞাত (ছোট নন্দাই) ৪ ও ৫ নং সর্ব্বসাং পুঁয়াড়া থানা রানীবাঁধ জেলা বাঁকুড়া ৬) শ্রীমতি মুক্তা মাহাত স্বামী শ্রী অজিত মাহাত (বড় ননদ) ৭) শ্রী অজিত মাহাত পিতা অজ্ঞাত (বড় নন্দাই) ৬ ও ৭ নং সর্ব্বসাং খলপাড়া, থানা রাইপুর, জেলা বাঁকুড়া একযোগে মিলিত হয়ে আরো ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ও সোনার গহনা বাপের বাড়ি থেকে আনার জন্য চাপ দিতে থাকে। দিদি আমাদেরকে এই কথা জানায় কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় উক্ত টাকা ও গহনা আমরা দিতে পারি নাই। সেই কারনে ওই সময় থেকে দিদির উপর উপরোক্ত ব্যক্তিগন শারীরিক ও মানসীক চরম নির্যাতন করিতে থাকে। যথা কথায় কথায় খোঁটা দেওয়া, কারনে অকারনে মারধোর করা, এমনকি প্রানে মেরে ফেলার হুমকি দিতে আরম্ভ করে। এররুপ অত্যাচারের প্রতিবাদ করিলে শ্বশুর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিত। রোগ জ্বালা হলে কোন চিকিৎসা করাইত না। আমার দিদির মন্দিরে বিবাহ কে কেন্দ্র করিয়া কথায় কথায় উপরোক্ত ব্যক্তিগন খোটা দেওয়া, অশান্তি করিত এবং নির্যাতন করিত। এই ভাবে দিদি খুব কষ্টের সহিত শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস করিতে ছিল। দিদির ননদ নন্দাইরা মাঝে মধ্যে দিদির শ্বশুর বাড়িতে এসে দিদির সাথে ঝগড়াঝটি অশান্তি অত্যাচার এবং অপমান করিত। এইভাবে বসবাস করা কালীন আমার দিদি তাহার স্বামীর ঔরষে গর্ভবতি হয় এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। যাহার নাম দেবেশ মাহাত বর্তমান বয়স ০৯ বৎসর। এর কিছুদিন পর হইতে দিদির উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িতে থাকে। দিদি যখন আমারদের বাড়ি আসত তখন আমাকে, বাবা, মা, ও পাড়া প্রতিবেশি দের তাহার উপর অত্যাচারের কথা বলিত। বাবা মা শান্তনা দিয়ে বলিত যে মেয়েদেরকে কষ্ট করে সংসার করতে হয়। মানিয়ে চল সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু উপ-রোক্ত ব্যক্তিগনের দ্বারা অত্যাচারের মাত্র বারংবার বাড়িতে থাকে। তা স্বত্ত্বেও সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এই ভেবে দিদি সংসার করিতে থাকে। এরপর দিদি

পুনরায় তাহার স্বামীর ঔরষে দ্বিতীয় পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় যাহার নাম স্বদেশ মাহাত বয়স ৬ ½ বৎসর। তাহাতে ও উক্ত ব্যক্তিগনের আচরনে কোনরুপ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এরপর তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন দেওরের বিবাহ দেয় এবং বিবাহের সময় আমার দিদিকে একঘরে করে রাখে। পরবর্তী সময় দিদির দেওর রাজীব মাহাতোর স্ত্রী শিখা মাহাত উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়ে আমার দিদির উপর শারিরীক ও মানসিক অত্যাচার করিতে থাকে। দিদির ননদ নন্দাই গন দিদির সংসারে আসিয়া শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের সাথে মিলিত হয়ে নানা রকম কটু কথা বলিতে থাকে যথা তুই মরে যা, আমরা হীরালালের অনত্র বিবাহ দিব এবং আমার দিদিকে জোর পূর্বক তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করিত ও দিদির উপর মারধোর করিত। আমার দিদি পুনরায় আমাদের বাড়িতে আসিলে আমাকে, বাবা, মা, ও পাড়া প্রতিবেশি দের তাহার উপর অত্যাচারের কথা বলিত। আমি এবং আমাদের গ্রামের লোকজন বেশ কয়েকবার দিদির শ্বশুর বাড়ি কেচন্দা গ্রামে যাই এবং বিষয়টি মিটমাট করার চেষ্টা করি। কিন্তু এসব করার কারনে উপরোক্ত ব্যক্তিগন দিদির উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং দিদির উপরে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং বলিতে থাকে বাপের বাড়ির লোকজনদের কেন আসতে বলে ছিলি। এমনকি তাহারা বলিতে থাকে তুই বিষ খেয়ে বা গায়ে আগুন লাইয়ে নিজেকে শেষ করে দে তোর মত অলক্ষীকে দরকার নাই। যে কারনে আমার দিদি গত ইং ১৯/০৭/২০১৯ তারিখ আনুমানি সময় সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটের সময় উপরোক্ত ব্যক্তিগনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিজের গায়ের কেরোসিন তেল ঢেলে গায়ে আগুন লাগিয়ে নেয়। তারপর তাহারা আমার দিদিকে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্ত্তি করে। তৎ স্বত্তেও দিদির শ্বশুর বাড়ির লোকজন আমাদেরকে কোন খোঁজ খোবর দেন নাই। পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে আমি ও বাড়ির লোকজন দিদিকে খাতড়া হাসপাতালে অর্ধমৃত অবস্থায় দেখি। খাতড়া হাসপাতালে দিদির শারিরীক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাঁকুড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। এক্ষনে গত ইং ২৩/০৭/২০১৯ তারিখ ৯.৩০মিনিট নাগাদ আমার দিদি বাঁকুড়া হাসপাতালে মারা যায়।

অতএব আমার দৃড় বিশ্বাস আমার দিদির এই অকাল মৃত্যুর জন্য আমার দিদির স্বামী, শ্বাশুড়ী, ননদ, নন্দাই, জা উপরোক্ত সকল ব্যক্তিগন দায়ী। উপরোক্ত ব্যক্তিগনের এরুপ অমানবিক অত্যাচার এবং নির্যাতন এবং অতিরিক্ত পনের দাবি সহ্য করতে না পেরে আমার দিদি গাটে আগুন লাগিয়ে মৃত্যু বরন করেছে।

অতএব, মহাশয়ের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ উক্তরুপ অন্যায় কার্য্যের জন্য উক্ত দোষি ব্যক্তিগন কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি পায় তাহার আইনী ব্যবস্থা গ্রহনে মর্জি হউন। প্রকাশ থাকা আবশ্যক মানসিক ভাবে বিপর্যস্থ থাকার কারনে অত্র অভিযোগ জানাতে বিলম্ব হইল।

ইতি

বিনীত,